যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

চাকরিপ্রার্থীদের মানসিক অবসাদ যেভাবেই হোক কাটাতেই হবে

তন্ময় মণ্ডল

বড় হতে গেলে লক্ষ্য পূরণের লড়াইটাই আসল। ছাত্রজীবন শেষ মানেই কেরিয়ার তৈরি বা চাকরি পাওয়া একটা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর ছাত্রজীবন আর কর্মজীবনের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ব্যবধান। এই সময়টাই জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর সময়। ডিপ্রেশন বা অবসাদ এই সময়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরতে পারে একজন চাকরিপ্রার্থীকে। তবে তা কাটিয়ে উঠতেই হবে। মনে রাখতে হবে, জীবন মানেই একটা অনেক বড় লড়াই। সেখানে ধৈর্য এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুবই জরুরি।

বছরখানেক আগেই এক সমীক্ষা রিপোর্ট দেখিয়েছে, প্রতি বছর এ-দেশে অন্তত ৪৫ হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেকারত্বের কারণে। পশ্চিমবঙ্গেও যে বেকারত্বের জেরে বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা, তাও বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন সমীক্ষায়। এই দুই ধরনের সমীক্ষার যোগাযোগ যে গাঢ়, তা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের কিছু দুঃখজনক মৃত্যু। সোনারপুরের অতনুর আত্মহত্যা বা বালির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ভবানীশঙ্কর পালের মৃত্যু; এইসব ঘটনা মারাত্মকভাবে নাড়া দিয়েছে সমাজকে, বুঝিয়ে দিয়েছে রাজ্যে চাকরির হাল-হকিকত। বোঝা যাচ্ছে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

সেক্ষেত্রে কয়েকটা ব্যাপার কিন্তু সত্যি সত্যিই ভাববার। প্রথমত, প্রশ্ন ওঠে চাকরিদাতাদের বিচক্ষণতা নিয়ে। যোগ্যতা ও পদ এই দুটো জিনিস সবসময় না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি কাজে স্যাটিসফ্যাকশন থাকে তবে সে প্রসঙ্গ আলাদা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া চাকরি বা পদ নিয়ে অবসাদে ভুগতে দেখা যায় অনেককেই। তাই যে কোনও চাকরিতে আবেদন করার আগে সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য ও শর্ত জেনে চাকরির আবেদন করা খুব জরুরি। তা হলে অন্তত চাকরি পাবার পর তা নিয়ে অবসাদের কারণ থাকে না।

সকল চাকরির প্রার্থীই কেরিয়ার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ওয়াকিবহাল হবে, তা নয়। তবে তার যোগ্যতা এবং অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছতে তাকে কী করতে হবে এ-বিষয়ে কেরিয়ার তৈরির সময় কাছের মানুষেদের থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ অনেকক্ষেত্রেই সবকিছু জানার পরও কখনও কখনও একজনের পক্ষে জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে।

হয়তো তার বন্ধু চাকরি পেয়ে গেলেও তার ক্ষেত্রে একটু দেরি হচ্ছে; এই ব্যাপারটা কিন্তু মন ও মননের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। চাকরি না পাওয়া বা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পাওয়া আর তার থেকে তৈরি হওয়া অবসাদ মারাত্মক ক্ষতিকর। চাকরিপ্রার্থীদের মানসিক অবসাদ যেভাবেই হোক কাটিয়ে উঠতেই হবে। কারণ এখন যতই বলা হোক চাকরির বাজার খারাপ। চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক দিক খুলে গেছে। এখন এমন অনেক নতুন কেরিয়ারই তৈরি হয়েছে যা আজ থেকে দশ বছর আগেও ভাবা যেত না। অবসাদ বা অবসাদ থেকে আসা আত্মহননের মতো ভুল সিদ্ধান্ত কখনওই কোনও সমাধান নয়। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে তৈরি করতে হবে লড়াই করার মানসিকতা। ডিপ্রেশন আসবেই প্রয়োজনে তা কাটাতে বাড়ির লোকদের সাথে বা বন্ধুদের সাথে কথা বলতে হবে, আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিতে হবে।

চাকরিপ্রার্থীদের ভেতর কেরিয়ার তৈরিতে সাফল্য না আসা বা আসতে দেরি হওয়ার কারণে তৈরি হওয়া অবসাদের ফলে অনেকেই আত্মহত্যা করছেন। এ ব্যাপারে সুরাহা কীভাবে হতে পারে বা কে কী বলছেন জেনে নেওয়া যাক—

অনিতা চক্রবর্তী (কেরিয়ার কনসালট্যান্ট): চাকরি পাওয়াটা শুধুমাত্র ডিগ্রি বা যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে না। চাকরিপ্রার্থীর কেরিয়ার সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহল থাকাটা ইমপর্ট্যান্ট। প্রতিনিয়ত তাকে আপডেট থাকতে হয়। কোন চাকরিটা সে পেতে পারে এবং তার জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি হতে হবে এটা ঠিক করে নেওয়াটা দরকার। আর একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে তা হল, এটা একটা লড়াই, তাই একবার ব্যর্থ হওয়া মানেই হেরে যাওয়া নয়।

দোলা মজুমদার (সাইকোলজিস্ট): সুইসাইড করার জন্য চাকরি পাওয়াটা একমাত্র কারণ হতে পারে না। আসলে যে সুইসাইড করে সে কিন্তু অনেকদিন ধরেই প্ল্যান করে। আশপাশ থেকে পজিটিভ রেসপন্স না পেলে হয়তো ওই পথ বেছে নেয়। চাকরি পাওয়ার কারণ ছাড়াও অন্য কোনও কারণ থাকে। সে হয়তো ইমোশনাল সাপোর্ট পাচ্ছে না যেটা তার ভেতরে একটা মারাত্মক ক্রাইসিস তৈরি করে। এই ডিপ্রেশন পিরিয়ডে যদি বাড়ির লোকের সাপোর্ট ঠিকঠাক পায় তবে এই ব্যাপারটা ওভারকাম করা যাবে। চাকরি পাওয়ার জন্য সুইসাইড করার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলব, তার কিন্তু পারসোনালিটি ডেভেলপমেন্টই হয়নি। এই পিরিয়ডে বাড়ির লোকের ইমোশনাল সাপোর্টটা খুব দরকার। এইরকম ডিপ্রেসিভ পিরিয়ডে বাড়ির লোককে ছেলে বা মেয়েকে কাউন্সিলিংয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এখন তো জেনারেল ফিজিশয়ানরাও ডিপ্রেশন কমানোর ওষুধ দিতে পারেন।

সৌরভ লাহিড়ী (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টেক সলিউসন্স): কয়েকমাস আগে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ডোমের চাকরির জন্য জমা পড়ে ৩৫৩টি আবেদন। যার মধ্যে কিছু চিঠি দেখে চমকে উঠেছিলেন কর্তারা। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন এক গবেষক, তিনজন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এবং সাতজন বিএ পড়ুয়া। তাঁদের পছন্দের তালিকা থেকে বাদও দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত শিক্ষিত হওয়ার কারণে। সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরির জন্যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও জমা পড়েছে এমএ পাশদের আবেদন। এইসব ঘটনা ঘিরে

এরপর তিনের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- আর্মিতে ১৯৪ টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ
- কলকাতা পুরনিগমে ডেপুটি ম্যানেজার পদে ২৬ নিয়োগ
- এয়ারফোর্সে অফিসার নিয়োগ
- কলকাতা পুরনিগমে গ্রেড ফোর পদে ১৪৯ নিয়োগ
- সীমান্ত পুলিশে বিভিন্ন পদে ৩০৩ নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ৩৪০ নিয়োগ
- এইমসে বিভিন্ন পদে ৩১৫ নিয়োগ
- আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ ব্যাংকে অফিসার নিয়োগ
- বিহার পুলিশে ৯৯০০ কনস্টেবল নিয়োগ
- ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে ৬৯৬ নিয়োগ
- বুক পাবলিশিংয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স
- দূরশিক্ষায় রেল ট্রান্সপোর্টের কোর্স
- চর্মজাত শিল্পের ট্রেনিং
- অর্গ্যানিক ফার্মিং কোর্স

তিনের পাতায়

পেশা যখন
জুট টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

সফল হওয়ার ক্ষেত্রে ডায়েরির গুরুত্ব অপরিসীম

কুন্তল প্রামাণিক

সকলেই জীবনে সফল হতে চান। কারওর কারওর সফলতা সহজে ধরা দেয়, আবার কারওর সফলতা অনেক দেরিতে আসে। মাথায় রাখবেন সফলতা কোনও জাদু বা রহস্য নয়। কোনও কাজে মনোনিবেশ করলে এবং লেগে থাকার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। তাহলেই আপনি সফল হবেন। এর পাশাপাশি আপনাকে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

কথায় বলে, সফলতা হল যা প্রতীয়মান তার অধ্যায়ন। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের এমন কাউকে কাজে প্রয়োজন যিনি আমাদের সহজ পথগুলো দেখিয়ে দেবেন।

তবে এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলি খেয়াল করলে আপনিও সহজে সফলতার দিকে এগোতে পারবেন।

সব সময় সঙ্গে একটি ডায়েরি রাখবেন। আপনার চারপাশে কী ঘটছে তা জানার জন্য এটি কিন্তু ভালো উপায়। পরবর্তীকালেও এই ডায়েরি আপনার অনেক কাজে লাগবে।

যদি আপনি কখনও কোনও বিষয়ে ভালো ধারণা পান, তাহলে সেটি লিখে রাখুন। তারপর অবসর সময়ে ডায়েরিটা পড়ুন। পড়ে দেখুন আপনার জীবন পালটে দেওয়া ধারণাগুলো, আপনার সম্পর্ক রক্ষা করা ধারণা, আপনার

দুঃসময় থেকে বের করে নিয়ে আসা ধারণা গুলো, আপনাকে সফল করা ধারণাগুলো। এটা মুল্যবান, বছরের পর বছর ধরে আপনি যেই ধারণাগুলো জোগাড় করেছেন তা পড়া, স্মৃতিচারণ করা জীবনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। এর ফলে আপনার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাই বাড়বে।

নিজের জীবনের, নিজের ভবিষতের, নিজের লক্ষ্যের শিক্ষার্থী হওয়া চ্যালেঞ্জিং বিষয়। স্মৃতির উপর ভরসা করবেন না। যখনই মূল্যবান কিছু শুনবেন লিখে ফেলবেন। যখনি গুরুত্বপূর্ণ কিছুর মধ্য দিয়ে যাবেন, লিখে ফেলবেন। ডায়েরি লেখার জন্য সময় বের করুন এবং অবশ্যই লিখে রাখুন।

জীবন গড়া, কোনও কিছু বানানো একটি বাড়ি বানানোর মতোই। আপনাকে একটি পরিকল্পনা করতে হবে। যদি আপনি একটি কাজ করেন এবং কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কী কী পরিকল্পনা নিয়ে কাজটা শুরু করেছেন এবং এর ভবিষ্যৎ কী? অথচ আপনি তার উত্তর দিতে পারলেন না, এমনটা যেন না হয়।

প্রতিদিন আপনি কী কাজ করবেন, তার একটি পরিকল্পনা করে নোট করে রাখুন। পরিবর্তনের জন্য কিছু জায়গা রাখুন, বাড়তি কৌশলের জন্য একটু জায়গা রাখুন, কিন্তু দিনের শুরুতেই এটা করে ফেলুন। সপ্তাহ শুরু করার আগেই পরিকল্পনা করুন। লিখে ফেলুন, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করুন। মাসের ক্ষেত্রেও একইভাবে পরিকল্পনা করুন এবং কাজগুলি যথাযথ সময় শেষ করার চেষ্টা করুন।

সবথেকে বড় বিষয় হল বছর শুরুর আগে কাগজে লিখে ফেলুন, এটাতে আপনারই সুবিধা হবে। বছরের শেষদিকে বসে আপনার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পরিকল্পনাগুলো করে ফেলুন, কাজের পরিকল্পনাও করে ফেলুন। অধিকাংশ মানুষ আছেন যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রত্যাশা না করে শুধুমাত্র আশঙ্কা করেন, কারণ তাঁরা সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারবেন না।

কেরিয়ার তৈরি করার জন্য সময় দিতে হবে। পরিবর্তনের জন্যও সময়ের দরকার হয়। শিখতে, গড়তে, বানাতে এবং উৎপাদন করতে সময় লাগে। দর্শন আর কাজকে সফল করতে সময় লাগে। তাই নিজেকে শেখার জন্য সময় দিন। পাশাপাশি শুরু করতে ও শেষপর্যন্ত তা অর্জন করতে সময় দিন।

একটা কথা মাথায় রাখবেন, জীবনে কোনও শিক্ষা বিফলে যায় না। জীবন হল অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা আর তার গুরুত্ব দেওয়া।

সমস্যার সমাধান করতে শিখুন। কাজের সমস্যা, পরিবারে সমস্যা, টাকা-পয়সার সমস্যা, মনের সমস্যা— সমস্ত কিছুর সমাধান করতে শিখুন। একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার সেরা পথ হল— নতুন সুযোগ হিসাবে নেওয়া। দরকার হলে পরিবর্তন, প্রয়োজন হলে সংশোধন, পুরাতন দর্শন বাতিল এবং নতুন কিছু খুঁজুন।

কথায় আছে, আপনি পালটালে , সবকিছুই পালটে যাবে। মন থেকে এটা মানুন, দেখুন কেমন করে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চারপাশ পালটে যাচ্ছে।

মাথায় রাখবেন, একরাতেই কিন্তু আপনি আপনার লক্ষ্য পালটে ফেলতে পারবেন না, কিন্তু আপনি এক রাতেই আপনার রাস্তা পালটাতে পারবেন। তাই সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে এগোন এবং সেটা সফল করার চেষ্টা করুন।

ব্যবসায় কেরিয়ার

ব্যবসার পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন কীভাবে

গত সপ্তাহের পর

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্লেষণ:

আপনার প্রতিযোগিতামূলক বিশ্লেষণ আপনার প্রতিযোগিতাকে প্রোডাক্ট লাইন অথবা সেবা এবং বাজার বিভাজনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা উচিত।

আপনার প্রতিযোগীর তুলনায় আপনার অভীষ্ট বাজার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও বাধা আছে কি যা আপনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে?

বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনার উইন্ডো অব অপরচ্যুনিটি কী?

সেখানে কি কোনও পরোক্ষ বা দ্বিতীয় কোনও প্রতিযোগী রয়েছে যারা আপনার সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে?

বাজারে কী ধরনের বাধা রয়েছে (যেমন— পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয়, মানসম্মত কর্মীর অভাব)?

আইনগত সীমাবদ্ধতাসমূহ— কোনও ক্রেতার বা সরকারি আইনগত শর্ত যা আপনার ব্যবসাকে প্রভাবিত করছে এবং কীভাবে আপনি তাতে সম্মত হবেন তা অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা:

সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার এই অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আপনার কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো, কোম্পানির মালিকানার বিস্তারিত বিবরণ, ব্যবস্থাপনা দলের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং পরিচালকমণ্ডলীর যোগ্যতার বিবরণ।

এছাড়াও আপনার ব্যবসাতে কে কী করবে? তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী এবং কেন আপনি তাদের আপনার ব্যবসায়ে বোর্ডসদস্য হিসাবে অথবা চাকুরিজীবী হিসাবে নিয়ে এসেছেন? তাদের দায়িত্বসমূহ কী? দু-একজনের কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তির কাছে আপনি আপনার ব্যবসায় পরিকল্পনা বলবেন বা যার সাথে শেয়ার করবেন সেই ব্যক্তি জানতেই চাইতে পারে কে দায়িত্বরত আছে?

সুতরাং তাদের বলুন। প্রত্যেক বিভাগের বর্ণনা এবং

তাদের কার্যাবলির বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

এই বিভাগে আপনার পরিচালনা পর্ষদে কারা আছেন (যদি আপনার কোনও উপদেষ্টা পর্ষদ থাকে) এবং তাদের আপনি এখানে রাখার ব্যাপারে কেন আগ্রহী তা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কী ধরনের বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য সুবিধাদি আপনার কমকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য রেখেছেন? কী ধরনের উৎসাহমূলক ব্যবস্থা রেখেছেন?

সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক চার্ট-এর সঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা কোম্পানির কাঠামোগত চিত্র তুলে ধরার একটি সহজ অথচ কার্যকরী পদ্ধতি। এটা প্রমাণ করবে যে, কোনও কিছু আপনি সুযোগের অপেক্ষায় ফেলে রাখেননি, আপনার কোম্পানিতে কে কী করবে এবং কে সকল কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে কর্মরত থাকবেন সেটা আপনি সঠিকভবেই ঠিক করেছেন। কোনও কিছুতেই ফাঁকফোকর থাকবে না এবং কোনও কিছুই তিন বা চার বার করা হবে না। এটা একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা অথবা চাকুরিজীবীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মালিকানা-সংক্রান্ত তথ্য:

আইনি কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যবসার উত্তরসূরি মালিকানার তথ্যও সংযুক্ত করা উচিত। নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মালিকানা-সংক্রান্ত তথ্যগুলো আপনার ব্যবসায় পরিকল্পনার সঙ্গে অন্তভুক্ত করা উচিৎ।

মালিকদের নাম

শতকরা মালিকানার পরিমাণ

কোম্পানির সঙ্গে সম্পৃক্ততার সীমারেখা

মালিকানার ধরন (সাধারণ স্টক, প্রিফারেড স্টক, সাধারণ অংশীদার, সীমাবদ্ধ অংশীদার)

অপরিশোধিত সমতুল্য ইক্যুইটি (অর্থাৎ, অপশন্স, ওয়ারেন্টস, পরিবর্তনীয় ঋণ)

সাধারণ স্টক (অর্থাৎ অনুমোদিত অথবা জারিকৃত/ইস্যুকৃত ব্যবস্থাপনার প্রোফাইল)

বিশেষজ্ঞরা একমত যে প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানির সফলতার অন্যতম একটি শক্তিশালী উপাদান হল সক্ষমতা এবং ওই কোম্পানির মালিক অথবা ব্যবস্থাপনা দলের ট্র্যাক রেকর্ড বা কর্মপন্থা, সুতরাং আপনার কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সর্ম্পকে অন্যদের জানার সুযোগ রাখুন। বর্তমানে যেমন বিভিন্ন কোম্পানি নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করে তাদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য সেখানে রাখছে। এর পাশাপাশি কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত তথ্যসংবলিত জীবনবৃত্তান্ত সরবরাহ করুন

নাম

পদমর্যাদা (প্রাথমিক দায়িত্বসমূহসহ, পদমর্যাদার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অর্ন্তভুক্ত করুন)

প্রাথমিক কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বসমূহ

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অনন্য অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাসমূহ

পূর্ববর্তী চাকুরির বর্ণনা

বিশেষ দক্ষতাসমূহ

পূর্ব কর্মপন্থার ইতিবৃত্ত

শিল্প স্বীকৃতি

সামাজিক সম্পৃক্ততা

কোম্পানিতে চাকুরির সময়কাল

বেতন কাঠামো এবং স্তর (নিশ্চিত হয়ে নিন এগুলো যেন অবশ্যই খুব কম বা বেশি না হয়)

নিশ্চিত হোন যে অর্জনগুলো পরিমাপ করা হয়েছে (যেমন— দশজন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিক্রয় দল গঠন করা হয়েছে, পনেরো সদস্যবিশিষ্ট একটি বিভাগ গঠন করা হয়েছে, প্রথম ৬ মাসের মধ্যে ১৫ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রত্যেক বছরে ২টি করে খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বেড়েছে, কাস্টমার সার্ভিসের উন্নয়ন হয়েছে এবং এতে কাস্টমার সংখ্যা ৬০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ হারে বেড়েছে)। আপনার আশপাশের লোকজন কীভাবে আপনার নিজের দক্ষতার প্রশংসা করছে তা-ও তুলে ধরুন। আর যদি আপনি সদ্য শুরু করে থাকেন, তবে প্রত্যেকের অসাধারণ অভিজ্ঞতা কীভাবে আপনার ব্যবসার সাফল্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে তা তুলে ধরুন।

পরিচালকমণ্ডলীর যোগ্যতা:

একটি অবৈতনিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান সুবিধা হল, কোম্পানির জন্য যে বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারে তা আপনার কোম্পানি অন্য কোথাও থেকে সরবরাহ করতে পারবে না। একটি সুপরিচিত, সফল ব্যবসায়ের মালিকরা বা ব্যবস্থাপকরা এর তালিকা আপনার কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপলব্ধিকে বৃদ্ধি করতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনে দিতে পারে।

আপনার যদি পরিচালনা পর্ষদ থাকে, তবে আপনার ব্যবসায় পরিকল্পনার রূপরেখা উন্নয়নের সময় নিশ্চিতভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে নিন।

নামসমূহ

পরিচালনা পর্ষদে অবস্থান

কোম্পানির সঙ্গে সম্পৃক্ততার সীমারেখা

ব্যাকগ্রাউন্ড/ইতিবৃত্ত

কোম্পানির সফলতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং ভবিষতব্য অবদান

সেবা বা পণ্যসমূহ:

আপনার ব্যবসাতে পরিকল্পনার সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অধ্যায়ের সমাপ্তির পর পরবর্তী ধাপ হল বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রতি সুবিধাসমূহ গুরুত্বারোপ করে কোথায় আপনার পণ্য অথবা সেবা'র বর্ণনা করবেন তা নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে কেন আপনার পণ্যটি অভীষ্ট ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করবে তার উপর গুরুত্বারোপ করুন।

শেষাংশ আগামী সপ্তাহে

৩
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

পেশা যখন জুট টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট

পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে বৈচিত্রময় ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার ও প্রয়োগ বাড়ছে। অন্যান্য বহুমুখিতার জন্য পাটকে ভবিষ্যতের তন্তু বলা হচ্ছে। পাটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযোগিতার জন্য পাটশিল্পের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কাজের অনেক সুযোগ আছে।

পাটজাত সামগ্রীর বাজার দেশে ও বিদেশে সব জায়গাতেই। দেশের ভেতরে চাহিদা প্রায় বছরে ৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৭০% চাহিদা চট, বস্তা ও নন ওভেন ম্যাটের। ১৫% চাহিদা পাটবস্ত্র এবং বাকি ১৫% চাহিদা পাট-এর বৈচিত্রময় সামগ্রীর। সারাদেশে পাটশিল্পে এগিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ-এর কলকাতা, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং দার্জিলিং ছাড়া সকল জেলায় পাটের চাষ হয়। পাট জলে ভিজিয়ে পচিয়ে সেখান থেকে তন্তু বার করা হয়। তারপর আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পাটের তন্তু থেকে সুতো ও পাটজাত পণ্য তৈরি করা হয়। পাটজাত সামগ্রী বলতে আজ শুধুমাত্র চট, বস্তা এইসব বোঝায় না, বর্তমানে পাট থেকে তৈরি হচ্ছে পাটজাত সজ্জাসামগ্রী, কার্পেট, খেলনা, পুতুল, জুতো, উপহার, জামাকাপড়, গাড়ির সিট, আসবাব। তাছাড়া পাট ব্যবহার হয় রাস্তা তৈরি, নদীর ভাঙন রোধ, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, বিপর্যয় ব্যবস্থাক্ষেত্রে। আরও নানা ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চলছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার টেকনোলজি (নিরজাফট) ১৯৬৫ সাল থেকে ভারতীয় কৃষি গবেষণাকেন্দ্রের অধীনে পাট নিয়ে সদৃশ তন্তু-সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করছে। এর পাশাপাশি প্রযুক্তির সহায়তায় বেকার ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রতি মাসে। ট্রেনিং দেওয়া হয় এইসব বিষয়ে: (১) পাটের হস্তশিল্প তৈরি, (২) পাটের ব্লিচিং ও ডাইং (৩) পাটের ব্যাগ তৈরি। যোগাযোগের ঠিকানা: হেড ট্রান্সফর অব টেকনোলজি ডিভিশন, নিরজাফট, রানিকুঠি। ফোন: ২৪১১-২১১৫/১৬/১৭।

পেশাদার কোর্স: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজিতে পড়ানো হয় এইসব কোর্স—

(১) বি.টেক ইন জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্সটি পড়তে পারেন। এই ৪ বছরের কোর্সের প্রার্থী বাছাই হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর র‍্যাংকিং ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে।

(২) এম.টেক ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি (টেকনিক্যাল টেক্সটাইল): জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি/ টেক্সটাইল টেকনোলজি/ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি অথাবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেক্সটাইল ও ক্লথিং বিষয়ে এমএসসি পাশ ছেলেমেয়েরা এই কোর্স পড়তে পারেন। ভর্তি নেওয়া হয় লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে। (গেট ও নন গেট)

(৩) পিএইচডি ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি: টেক্সটাইল টেকনোলজি বিষয়ে এম. টেক পাশ করা ছেলেমেয়েরা পিএইচডি করতে পারেন। বি. টেক পাশরাও যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় জার্নালে ৩টি পেপার প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তারাও পিএইচডি করার জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। সর্বোচ্চ মেয়ার ৫ বছর।

(৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট: ফিজিক্স/ কেমিস্ট্রি/ ম্যাথমেটিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স/ কম্পিউটার/ ইনফরমেশন টেকনোলজি/ বোটানি/ বায়ো-কেমিস্ট্রি/ এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স— যে কোনও একটি বিষয়ে বিএসসি পাশ বা বায়োএগ্রিকালচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং/ প্রযুক্তি বিষয়ে বি টেক/বিই পাশ ছেলেমেয়েরা পড়তে পারেন। ২ বছরের এই কোর্সের সিট সংখ্যা ৬০টি। প্রার্থী বাছাই হয় ১০০ নম্বরের পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে। গরীব ও মেধাবীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

(৫) জুনিয়র লেভেল সুপারভাইজার: এই বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি এই ৫টি ট্রেডের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যথা :

(ক) জুট স্পাইনিং প্রিপারেটরি
(খ) জুট স্পাইনিং ও উইন্ডিং
(গ) জুট উইভিং
(ঘ) মেন্টেন্যান্স অব জুট মেশিনারি
(ঙ) জুট ডাইভার্সিফায়েড প্রোডাক্ট ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল।

মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা বা জুটমিলের স্পন্সর প্রার্থীরা বছরের যে কোনও সময়ে এই ট্রেনিং নিতে পারেন।

ওপরের ডিগ্রি এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সের জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: ডিপার্টমেন্ট অব জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯। ফোন: ২৪৬১-৫৮৭৭/৫৬৩২।

নাসার নতুন নিয়োগ

আপনি কি একটু ভিন্ন ধরনের চাকরির সন্ধান করছেন? বাঁধা গতের বাইরে গিয়ে আপনি চাকরি করতে ইচ্ছুক? আপনি কি জানেন পৃথিবীকে এলিয়েনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নাসা লোক নিয়োগ করছে। 'গ্রহ সুরক্ষা আধিকারিক' পদে প্রর্থী নিয়োগ করা হবে। এলিয়েনদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য নাসার পক্ষ থেকে এমন একজনকে নিয়োগ করা হবে যিনি পৃথিবীকে এলিয়েনের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

গ্রহ সুরক্ষা আধিকারিক পদের কাজ হবে মানুষ ও মহাকাশের রোবটের মতো আবিষ্কারকের মধ্যে জৈবিক সংক্রমণ যাতে না হয় সেই বিষয়টি দেখবে। গ্রহের সুরক্ষার ব্যাপারে নাসা একটি মাত্র নীতি মেনে চলে। শুধু তাই নয়, সমস্ত মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে নাসা এই নীতিটি মেনে চলে।

আমেরিকার ১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি-তে স্বাক্ষর করার পরই তিন বছরের জন্য গ্রহ সুরক্ষা আধিকারিকের পদটি তৈরি করা হয়। যদিও পরে এই পদটির মেয়াদ তিন বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করার পরিকল্পনা নিয়েছে নাসা।

ফুল টাইম এই চাকরির জন্য বছরে আয় হবে ১.২ কোটি টাকা। গোটা বিশ্বে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিতে এরকম একটিমাত্র ফুল টাইম চাকরি রয়েছে।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন, একটা সময় মঙ্গলে জল ছিল এবং থাকার মতো পরিবেশও ছিল। ফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও এখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। সেই কারণেই মঙ্গলের মতো গ্রহের মাধ্যমে কোনওভাবেই যাতে এলিয়েনের সংক্রমণ না ঘটে তার জন্য গ্রহ সুরক্ষা আধিকারিকের কাজ হবে সেদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া। পাশাপাশি পরবর্তীকালে নাসা যে অভিযান করবে সেই অভিযানেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবেন এই গ্রহ সুরক্ষা আধিকারিক।

এই পদে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে অন্তত এক বছরের শীর্ষ সরকারি কর্মীর পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। গ্রহ সুরক্ষা বিষয়ে তাঁর উপযুক্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সঙ্গে ভৌত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অঙ্কে অ্যাডভান্সড ডিগ্রি থাকতে হবে।

মানসিক অবসাদ

প্রথম পাতার পর

রাজ্য জুড়ে হইচইও কম হয়নি। তাহলে এক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে চাকরিদাতাদের দোষারোপ করার কিছু নেই। পরিস্থিতি বিমুখ হতে পারে কিন্তু চাকরি পেতে গেলে সঠিক অধ্যবসায় দরকার আর ধৈর্য তো রাখতেই হবে।

দীপক চৌধুরী (কেরিয়ার অ্যাডভাইজার অ্যান্ড কেরিয়ার গ্রুমার): ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম যার জিস্ট হল জঙ্গলে গাধা আটঘণ্টা কাজ করে আর সিংহ তিনঘণ্টা। কিন্তু জঙ্গলের রাজা কিন্তু সিংহই। গল্পটা একটা সাধারণ গল্প হলেও এর ভেতর একটা গভীর মর্মার্থ আছে। মোদ্দা কথা হল, প্রচুর পড়াশোনা করলেই চাকরি পাওয়া যাবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যদি চাকরি পেতে হয় তবে সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে হবে। পড়া কম হোক, কিন্তু তা যেন সঠিক হয়। একশোর টার্গেট নিয়ে চল্লিশ পাওয়ার চাইতে পঞ্চাশের টার্গেট নিয়ে চল্লিশ পাওয়া অনেক বেশি কৃতিত্বের। এই স্ট্রাগলিং পিরিয়ডে ডিপ্রেশন আসবেই, তবে তার জন্য ভেঙে পড়ার কারণ নেই। কারণ চাকরিপ্রার্থীকে এটা মনে রাখতে হবে, এতদিন সে যত লড়াই লড়ে এসেছে এটা তার চেয়ে অনেক বড় লড়াই। তার জন্য নিজেকে প্রতিদিন নতুনভাবে তৈরি হতে হবে।

প্রতাপ রায় (চাকরিপ্রার্থী): কলেজ ছাড়ার পর চাকরির জন্য পড়া শুরু করেছি। অনেক পরীক্ষাই দিচ্ছি সাফল্য আসছে না, কখনও সাফল্যের দোরগোড়ায় গিয়ে ফিরে আসছি। তবু জানি ভেঙে পড়া যাবে না। আমার ওপর আমার টোটাল ফ্যামিলি নির্ভর করে আছে।

মৃণালকান্তি কুণ্ডু (অভিভাবক): সোনারপুরের ছেলেটির ঘটনা খুবই দুঃখজনক। সত্যিই চাকরির বাজার খুব খারাপ। তবে প্রোফেশন পছন্দসই হল না বলে বা চাকরি না পেয়ে সুইসাইডের পথ বেছে নেওয়া কোনও যুক্তিযুক্ত সমাধান নয়। এই সময় ছেলে-মেয়েরা ভেঙে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এই সময় ওদের পাশে থেকে আমাদের সবসময় মেন্টাল সাপোর্ট দিতে হবে।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

আর্মিতে ১৯৪ টেকনিক্যাল অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্থলবাহিনী টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে অফিসার পদে ১৯৪ জন অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সিভিল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (স্ট্রাকচারাল), স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা সিভিল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ৪৯টি ও মেয়েদের ৫টি।

মেকানিক্যাল, মেকানিক্যাল (মেকাট্রনিক্স), মেকানিক্যাল ও অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ১৩টি ও মেয়েদের ৪টি।

ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল (ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার), পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রিক্যাল /ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ২১টি ও মেয়েদের ৩টি।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ কম্পিউটার টেকনোলজি/ ইনফো টেক/ এমএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ৩০টি ও মেয়েদের ৪টি।

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন/ টেলিকমিউনিকেশন/ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন/ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ২৭টি ও মেয়েদের ৩টি।

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা এরোনটিক্যাল, এভিয়েশন, বালিস্টিক্স বা এভোনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ১২টি।

পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ড্রাইবস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রনিক্স, অপ্টো ইলেকট্রনিক্স, ফাইবার অপটিক্স, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ১৪টি।

আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা আর্কিটেকচার, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ৩টি।

প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা প্রোডাকশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলেদের ৬টি।

ওপরের সব শাখায় এ-বছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা আবেদনের যোগ্য নন। বয়স হতে হবে ১-৪-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৪-১৯৯১ থেকে ১-৪-১৯৯৮-এর মধ্যে।

শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। ট্রেনিং শুরু এপ্রিলে। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের কল লেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহাবাদ, বেঙ্গালুরু ও ভোপালে জুলাই-আগস্টে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ৩-৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ের যাতায়াতের ভাড়া ফেরত পাবেন। পরীক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য ই-মেলে বা এসএমএস-এ জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩১ আগস্টের মধ্যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindianarmy.nic.in এর জন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন।

ইন্টারভিউয়ের সময় তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল কপি ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। কোনও দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না।

কলকাতা পুরনিগমে ডেপুটি ম্যানেজার পদে ২৬ নিয়োগ

কলকাতা পুরনিগমে কাজের জন্য ডেপুটি ম্যানেজার পদে ২৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

যে কোনও শাখার অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। এআইসিটিই-এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের 'ও' লেভেল কোর্স পাস হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর আর ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৬টি। (সাধারণ ১২, সাধারণ প্রতিবন্ধী ২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ৩, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ৪) প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। Recruitment Examination 2017 for the post of Deputy Manager-এর মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। মনোনীত হলে চূড়ান্ত তালিকা ও ওয়েটিং লিস্ট বা সংরক্ষিত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই পদের প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ও লিখিত পরীক্ষায় কী কী বিষয় থাকবে তার বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষার আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এই পদের Advertisement No.11 of 2017. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৭০) জমা দেবেন চালানের মাধ্যমে, ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে: 0088010367936. এছাড়াও অনলাইনে বিল ডেস্কে জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এয়ারফোর্সে অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় বিমানবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে ফ্লাইং ব্রাঞ্চ ও গ্রাউন্ড ডিউটি ব্রাঞ্চে এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি ও মেটেরিওলজিক্যাল শাখায় অফিসার পদে অবিবাহিত তরুণ-তরুণী নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ফ্লাইং ব্রাঞ্চ: অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয়ের প্রতিটিতে ৬০% নম্বর পেয়ে পাসের পর মোট ৬০% নম্বর পেয়ে ৩ বছরের গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয়ের প্রতিটিতে ৬০% নম্বর পেয়ে পাশের পর মোট ৬০% নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিই/ বিটেক) কোর্স পাসরাও যোগ্য। এনসিসির সিনিয়র ডিভিশনে সি সার্টিফিকেট কোর্স পাস হতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৮-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯২ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২. ৫ সেমি। পায়ের মাপ হতে হবে লম্বায় ৯৯ থেকে ১২০ সেমির মধ্যে। থাইয়ের দৈর্ঘ্য ৬৪ সেমি, সিটিং হাইট ৮১.৫ থেকে ৯৬ সেমির মধ্যে আর দৃষ্টিশক্তির দরকার এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯। নেওয়া হবে 204/18F/PC/M, 204/18F/SSC/M&W.

গ্রাউন্ড ডিউটি (নন টেকনিক্যাল) ব্রাঞ্চে নেওয়া হবে এইসব শাখায়: মেটেরিওলজি: অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, ভূগোল, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ওশানোগ্রাফি, মেটেরিওলজি, এগ্রিকালচারাল মেটেরিওলজি, ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, জিওফিজিক্স, এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ডিগ্রি কোর্সে অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয়ের প্রতিটিতে ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১-৮-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯২ থেকে ১-৭-১৯৯৮ তারিখের মধ্যে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় ১৫২ সেমি। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/১৮। নেওয়া হবে 203/18G/PC/M, 203/18G/SSC/M&W.

ফ্লাইং ব্রাঞ্চে শুরুতে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং ও মেটেরিওলজি ব্রাঞ্চে ৫২ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে হায়দরাবাদের এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমিতে। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের এয়ারফোর্স এন্ট্রান্স টেস্ট হবে দেরাদুন, গান্ধীনগর, বারাণসীতে। এই টেস্টে প্রথম পর্যায়ে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও ইন্টারভিউ। ফ্লাইং ব্রাঞ্চের জন্য পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ টেস্ট হবে। সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.careerairforce.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন ১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কলকাতা পুরনিগমে গ্রেড ফোর পদে ১৪৯ নিয়োগ

কলকাতা পুরনিগমে কাজের জন্য সাব-ওভারসিয়র গ্রেড-IV পদে ১৪৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর আর ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪৯টি (সাধারণ ৬১, সাধারণ প্রতিবন্ধী ৪, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, সাধারণ মেধাবী খেলোয়াড় ৩, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ১৩, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ১৪)।

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন Recruitment Examination 2017 for the post of Sub Overseer Gr.-IV এর মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। মনোনীত হলে চূড়ান্ত তালিকা ও ওয়েটিং লিস্ট বা সংরক্ষিত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই পদের প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ও লিখিত পরীক্ষায় কী কী বিষয় থাকবে তার বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষার আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এই পদের Advertisement No.10 of 2017.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org। এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা (তফসিলি বা প্রতিবন্ধী হলে ৭০) জমা দেবেন চালানের মাধ্যমে, ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যেকোনও শাখায়। এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে: 0088010367936. এছাড়াও অনলাইনে বিল ডেস্কে জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

সীমান্ত পুলিশে বিভিন্ন পদে ৩০৩ নিয়োগ

ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্সে টেলর, গ্রাইন্ডার, কবলার, ওয়াটার ক্যারিয়ার, সাফাই কর্মচারী, কুক ওয়াশারম্যান, বার্বার ট্রেডে ৩০৩ জন কর্মী নিয়োগ করবে। পুরুষ-মহিলা সবাই আবেদন করতে পারবেন। পদগুলি গ্রুপ সি নন-গেজেটেড। নিয়োগ হবে অস্থায়ীভাবে, তবে পরে স্থায়ী হতে পারে।

শূন্যপদের বিন্যাস: মোট শূন্যপদ: ৩০৩। এর মধ্যে কনস্টেবল (টেলর) পদে ১৯টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১৬টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২)। মেয়েদের জন্য ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (গার্ডেনার) পদে ৩৮টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৮)। মেয়েদের জন্য ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। কনস্টেবল (কবলার) পদে ২৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। মেয়েদের জন্য ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার) পদে ৯৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৮১টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২২)। মেয়েদের জন্য ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। কনস্টেবল (সাফাই কর্মচারী) পদে ৩৩টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। মেয়েদের জন্য ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (কুক) পদে ৫৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৪৭টি। (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৩)। মেয়েদের জন্য ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। কনস্টেবল (ওয়াশারম্যান) পদে ২৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। মেয়েদের জন্য ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (বারবার) পদে ১১টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। মেয়েদের জন্য ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)।

মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে কনস্টেবল (টেলর/ গার্ডেনার/ কবলার) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাসরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই, ভোকেশনাল কোর্স পাস ও সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে।

শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬৭.৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫, অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের বেলায় ১৬৫ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৬ সেমি) ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৮১ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার/ সাফাই কর্মচারী/ কুক অ্যান্ড ওয়াশারম্যান/ বারবার) পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৬ সেমি) ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৮১ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

সবক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব করতে হবে ৭-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। সবক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় ৬/৬ ও ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ভাঙা পা, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। বেতন: ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা।

হাইট বার, রেস, ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, ট্রেড টেস্ট, লেখা পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, নথিপত্র যাচাই ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় সাড়ে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এরপর ১১ ফুট লংজাম্প, সাড়ে ৩ ফুট হাইজাম্প। মেয়েদের বেলায় ৪.৪৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে। আর ৯ ফুট লং জাম্প ও ৩ ফুট হাই জাম্প।

সফল হলে শরীরের মাপজোখ দেখা হবে। এরপর হবে ৫০ নম্বরের ট্রেড টেস্ট। তারপর ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের ৫০টি মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস/ জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড ও এবিলিটি টু অবজার্ভ ও ডিস্টিংগুইশ প্যাটার্ন আর টেস্ট অব বেসিক নলেজ। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা।

ফিজিক্যাল স্টান্ডার্ড টেস্টে উত্তীর্ণ ট্রেড টেস্ট দিতে হবে। একজন প্রার্থী একটিমাত্র ট্রেডের জন্য ট্রেড টেস্ট দিতে পারবেন। সাধারণ এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য কোয়ালিফাইং মার্কস ৫০% এবং তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য কোয়ালিফাইং মার্কস ৪০%। এরপর ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। সাধারণ ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য কোয়ালিফাইং মার্কস ৩৫% এবং তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য কোয়ালিফাইং মার্কস ৩৩%। লেখা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই অনুযায়ী নথিপত্রযাচাই ও মেডিক্যাল টেস্ট। দরখাস্ত করা যাবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে: www.recruitment.itbpolice.nic.in এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষার ফি-বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তফসিলি, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ৩৪০ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশনে ৩৪০ জন সায়েন্টিস্ট 'বি' এবং সায়েন্টিফিক/ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ' নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: NIELIT/NDL/NIC/2017/7.

শূন্যপদের বিন্যাস: ক্রমিক সংখ্যা ১: সায়েন্টিস্ট 'বি' গ্রুপ এ: শূন্যপদ ৮১ (সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২১) এর মধ্যে ১টি অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ১টি শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

ক্রমিক সংখ্যা ২: সায়েন্টিফিক/ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ' গ্রুপ বি: শূন্যপদ ২৫৯ (সাধারণ ১৩৩, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ৬৯)। এর মধ্যে ৪টি আসন অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৩টি শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সায়েন্টিস্ট 'বি' গ্রুপ-এ: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অথবা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনে বিই/ বিটেক অথবা ফিজিক্সে এমএসসি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে এক বছরের অভিজ্ঞতা অথবা ইলেকট্রেনিক্স/ অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্সে এমএসসি, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে এক বছরের অভিজ্ঞতা।

সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ': নীচের যে কোনও একটি বিষয় বা কম্বিনেশনে এমএসসি/ এমএল/ এমসিএ/ বিই/ বিটেক। এইসব ক্ষেত্রে (সিঙ্গল/ কম্বিনেশন) ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, কম্পিউটার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি, সফটওয়্যার সিস্টেম, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেটিক্স, কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, বায়ো-ইনফরমেটিক্স, রিমোট সেন্সিং, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম, ম্যাথামেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স, অপারেশন্স রিসার্চ, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স, ইনফরমেশন সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, ডিজাইন। দুটি পদের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ন্যূনতম ৬০% নম্বর বা ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাস করে থাকতে হবে।

বয়স: ২৮-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ৩০ বছর। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: সায়েন্টিস্ট 'বি' পদের ক্ষেত্রে লেভেল ১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা। সায়েন্টিফিক/ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ' পদের ক্ষেত্রে লেভেল ৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: সায়েন্টিস্ট 'বি' পদের ক্ষেত্রে লেখা পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। সায়েন্টিফিক/ টেকনিক্যাল 'এ' পদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লেখা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। দুটি ক্ষেত্রেই মোট ১২০ নম্বরের অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে, তার মধ্যে ৬০টি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে এবং ৬০টি জেনেরিক এরিয়া থেকে। জেনেরিক এরিয়াতে থাকবে লজিক্যাল, অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ক্যাপাবিলিটিজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং অ্যাপটিটিউড। এক একটি প্রশ্ন ১ নম্বর করে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, এক একটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ করে কাটা হবে।

পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: http://apply-delhi.nielit.gov.in কোয়ালিফাইং মার্কস ন্যূনতম ৫০ শতাংশ, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ এবং তফসিলি জাতি/ উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ।

পরীক্ষাকেন্দ্র: ১) আগরতলা, ২) আহমেদাবাদ, ৩) আইজল, ৪) ভোপাল, ৫) বেঙ্গালুরু, ৬) চণ্ডীগড়, ৭) চেন্নাই, ৮) দেরাদুন, ৯) দিল্লি, ১০) গ্যাংটক, ১১) গুয়াহাটি, ১২) হায়দরাবাদ, ১৩) ইম্ফল, ১৪) জম্মু, ১৫) জয়পুর, ১৬) কোহিমা, ১৭) কলকাতা, ১৮) লক্ষ্ণৌ, ১৯) মুম্বই, ২০) নাহারলাগান, ২১) পটনা, ২২) পোর্টব্লেয়ার, ২৩) রাইপুর, ২৪) রাঁচি, ২৫) তিরুবন্তপুরম, ২৬) শিলং। সফল হলে ইন্টারভিউ হবে শুধুমাত্র দিল্লিতে। ইন্টারভিউয়ের সময় কললেটার, যাবতীয় প্রমাণপত্রাদির মূল ও স্বপ্রত্যয়িত জেরক্স সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

আবেদিন ফি: ৮০০ টাকা। তফসিলি জাতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের আবেদন ফি দিতে হবে না। অনলাইনে ফি জমা করতে হবে। ২৮ আগস্টের মধ্যে অনলাইন আবেদন করবেন এই ওয়েবসাইটে: http://apply-delhi.nielit.gov.in এর জন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

অনলাইন আবেদন করার আগে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি, স্বাক্ষর, জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কাস্ট সার্টিফিকেট ও অন্যান্য জরুরি নথি স্ক্যান করে রাখতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় নির্দিষ্ট স্থানে আপলোড করতে হবে। সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি লাগবে (৩.৫x৪.৫ সেন্টিমিটার)। সাদা কাগজে কালো কালির পেন দিয়ে স্বাক্ষর করবেন। ছবি ও সই একটি সিঙ্গল ফাইলে জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করতে হবে, মাপ ৫০ কেবির বেশি হওয়া চলবে না।

এছাড়া উল্লেখিত প্রমাণপত্রাদি সিঙ্গল ফাইলে পিডিএফ ফরম্যাটে স্ক্যান করতে হবে। মাপ হতে হবে ২ এমবির মধ্যে। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

এইমসে বিভিন্ন পদে ৩১৫ নিয়োগ

স্টাফ নার্স, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও আরও নানা পদে ৩১৫ জন কর্মী নিয়োগ করবে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) হৃষিকেশ।

১) ক্রমিক সংখ্যা ১: বিজ্ঞাপন নম্বর: ২০১৭/১১৬- অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট। শূন্যপদ: ২৫ (সাধারণ ১৫, ওবিসি ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। বয়স: ২০ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাস। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বেতন: মূল বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

২) ক্রমিক সংখ্যা ২: বিজ্ঞাপন নম্বর: ২০১৭/১১৭-পদ: স্টাফ নার্স গ্রেড-১(নার্সিং সিস্টার)। শূন্যপদ: ১২৫ (সাধারণ ৬৫, ওবিসি ৩৩, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৯)। বয়স: ২১ থেকে ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে ৪ বছরের বিএসসি বা বিএসসি (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা দু'বছরের বিএসসি নার্সিং পোস্ট বেসিক ডিগ্রি থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। স্টাফ নার্স গ্রেড টু হিসাবে অন্তত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কম্পিউটারে অফিস অ্যাপ্লিকেশন, স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

৩) ক্রমিক সংখ্যা ৩: বিজ্ঞাপন নম্বর: ২০১৭/১১৮-পদ: টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/ টেকনিশিয়ান। শূন্যপদ: ২৫ (সাধারণ ১৫, ওবিসি ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। বয়স: ২৫ থেকে ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি বিষয়ে বিএসসি বা সমতুল। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। কিংবা মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা বা সমতুল সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। অথবা অ্যানাস্থেশিয়া/ অপারেশন থিয়েটার বিষয়ের জন্য ওটি টেকনিক্স বিষয়ে বিএসসি বা সমতুল সঙ্গে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে ওটি টেকনিক্স বিষয়ে ডিপ্লোমা বা সমতুল সঙ্গে আট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

৪) ক্রমিক সংখ্যা ৪: বিজ্ঞাপন নম্বর: ২০১৭/১১৯: হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রেড থ্রি (নার্সিং আর্দালি)। শূন্যপদ: ১০০ (সাধারণ ৫১, ওবিসি ২৭, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭)। বয়স: ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস। সঙ্গে সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্সের মতো কোনও স্বীকৃত সংস্থা আয়োজিত হসপিটাল সার্ভিস বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পাস। হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

৫) ক্রমিক সংখ্যা ৫: বিজ্ঞাপন নম্বর: ২০১৭/১২০-পদ: স্টোরকিপার কাম ক্লার্ক। শূন্যপদ: ৪০ (সাধারণ ২২, ওবিসি ১০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩)। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাস। সঙ্গে স্টোর হ্যান্ডেলিংয়ের কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতা। মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

উপরের পদগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রুপ বি ক্যাটেগরির এবং শেষ দুটি গ্রুপ সি ক্যাটেগরির। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

আবেদন ফি: গ্রুপ বি পদের ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা এবং গ্রুপ সি পদের ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকা। উভয় পদেই তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ফি ১,০০০ টাকা। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। www.ai-imsrishikesh.edu.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এর জন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ ব্যাংকে অফিসার নিয়োগ

দেশের ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৩২৪৭ জন প্রবেশনারি অফিসার ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব প্রোবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশন্স নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৭, ৮, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর এবং মেন পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষার আয়োজক ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রোবেশনারি অফিসার/ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ১০টি ব্যাংকের যে কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর বোর্ড দেবে আইবিপিএস। ৩১-৩-২০১৯ পর্যন্ত এই স্কোর বোর্ড বৈধ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি প্রয়োজন অনুসারে এই স্কোর কার্ডধারীদের মধ্য থেকেই গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে। ব্যাংক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস: এলাহাবাদ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৪৪৭টি (সাধারণ ২২৩, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ৩১, ওবিসি ১১৮)। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অন্ধ্র ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৪টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানাড়া ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ৯০০টি (সাধারণ ৫৩২, তফসিলি জাতি ১২৮, তফসিলি উপজাতি ৬২, ওবিসি ১৭৮) এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২৬টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ২০০টি (সাধারণ ১০৪, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৩)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অব কমার্স: মোট শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১৫২, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ২২, ওবিসি ৮১)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১০০টি। (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ: ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ:১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দু-পর্যায়ে প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে— ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং অ্যাবিলিটি। মোট সময়সীমা ১ ঘণ্টা। এই পরীক্ষায় পাস করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, ব্যাংকিং শিল্পসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কম্পিউটার নলেজ। মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক-চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে। পরীক্ষা হবে দেশজুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও বহরমপুর।

তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রস্তুত রাখবেন: স্ক্যান করা ফোটোগ্রাফ। পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা বা সাদা রঙের হতে হবে। স্ক্যান করা ফোটোর ডাইমেনশন হতে হবে ২০০X২৩০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে। প্রার্থীর স্ক্যান করা সই। সাদা কাগজের ওপর কালো কালির পেন দিয়ে সই করার পরে সেটি স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। স্ক্যান করা সইয়ের ডাইমেনশন হতে হবে ১৪০X৬০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ১০ কেবি থেকে ২০ কেবির মধ্যে।

ফোটো ও সই স্ক্যান করার পরে অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্টআউট কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পরীক্ষার ফি-বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (টাকা/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

বিহার পুলিশে ৯৯০০ কনস্টেবল নিয়োগ

বিহার পুলিশে ৯৯০০ জন কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। বিহার রাজ্য পুলিশ, বিহার সেনা পুলিশ ও পুলিশের অন্যান্য শাখার জন্য এই নিয়োগ হবে। বিজ্ঞপ্তি নং ১/২০১৭। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা সাধারণ পদগুলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ তাঁরা কোনও সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না। সাধারণ পদের সংখ্যা জানা যাবে ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে। প্রার্থী বাছাই হবে সেন্ট্রাল সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১০+২ পাস অথবা বিহার রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড থেকে মৌলবি প্রমাণপত্র অথবা বিহার রাজ্য সংস্কৃত বোর্ড থেকে ইংরেজিসহ শাস্ত্রী বা আচার্য প্রমাণপত্র বা সরকার স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে সমতুল।

শারীরিক মাপজোক: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ন্যূনতম ১৬৫ সেন্টিমিটার। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ও না ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ ও ৮৬ সেন্টিমিটার।

বয়স: ১-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

বেতন: পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,০০০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক দক্ষতার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় ১ নম্বর করে মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। সময় ১ ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শারীরিক দক্ষতার পরীক্ষা হবে। শারীরিক দক্ষতার পরীক্ষাতেও ১০০ নম্বর থাকবে। শারীরিক দক্ষতার পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ওয়েবসাইট থেকে। সবশেষে হবে মেডিক্যাল টেস্ট।

আবেদন ফি ৪৫০ টাকা। সঙ্গে অনলাইন প্রোসেসিং চার্জ ও জিএসটি যোগ হবে। এই সবই মেটাতে হবে অনলাইনে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.csbc.bih.nic.in বৈধ ফোন নম্বর ও ই-মেল আইডি থাকতে হবে। পাসওয়ার্ড মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

বুক পাবলিশিংয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স

বুক পাবলিশিংয়ে ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্সটি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করানো হবে। কোর্সটির নাম: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বুক পাবলিশিং স্টাডিজ। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসে।

আসনসংখ্যা: ৩০টি। এর মধ্যে ৭টি আসন তফসিলি জাতি, ২টি তফসিলি উপজাতি, ১টি ওবিসি এ, ১টি ওবিসি বি, ১টি দৈহিক প্রতিবন্ধী, ৫টি স্পনসর্ড প্রার্থী এবং ১টি বিদেশি বা এনআরআই ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

কোর্স ফি: সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা। স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১১,০০০ টাকা। বিদেশি বা এনআরআই-এর ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা (৭৫ নম্বর) এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে (২৫ নম্বর)। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন স্কিল, বুক পাবলিশিং অ্যান্ড প্রোডাকশন এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটি বিষয়ে। পরীক্ষা ৯ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষাকেন্দ্র কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস। লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে সকাল সাড়ে ১১টায়। ৭৫ মিনিটের পরীক্ষা। তারপর ইন্টারভিউ শুরু হবে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর, দুপুর সাড়ে ৩টেয়। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে হবে প্রতিষ্ঠান থেকে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। ২০০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের সেলস কাউন্টার থেকে সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে বিকেল ৩টে (সোম থেকে শুক্র) পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: C U SALES COUNTER, Asutosh Building (Ground Floor), College Street Campus, Kollata-700073. অথবা আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.caluniv.ac.in. বা www.kolkatabookfair.net সেক্ষেত্রে ফি জমা দিতে হবে ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা ব্যাংকার্স চেকের মাধ্যমে। ড্রাফট বা চেকটি 'CU A/C P.G. DIPLOMA COURSES IN BOOK PUBLISHING'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন:

১) ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোর ওপর সই করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৫) কম্পিউটার নলেজ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) সচিত্র পরিচয়পত্রের যথা— ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, আধার কার্ড-এর স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংস্থার প্যান কার্ড ও ট্রেড লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৮) ফি-বাবদ ড্রাফট বা চেক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

আবেদনপত্র ভরা খামের ওপর লিখবেন: APPLICATION FOR ADMISSION TO THE P.G. DIPLOMA IN BOOK PUBLISHING STUDIES, SESSION 2017-18.

আবেদনপত্র ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Joint Coordinator, P.G. Diploma in Book Publishing Studies, Centre for Studies in Book Publishing (CSBP), Ashutosh Building (First Floor), College Street Campus (Ashutosh Shiksha Prangan), Kolkata-700073, West Bengal. এছাড়া সোম থেকে শুক্র দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানে সরাসরি গিয়েও আবেদনপত্র জমা করে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঠিকানা লিখতে হবে: Office of the Centre for Studies in Book Publishing (CSBP), Ashutosh Building (First Floor), College Street Campus (Ashutosh Shiksha Prangan), Kolkata-700073.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে ৬৯৬ নিয়োগ

৬৯৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে দেশজুড়ে সংস্থার বিভিন্ন অফিসে। যে-স্থানের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ৪১৪, তফসিলি জাতি ১১০, তফসিলি উপজাতি ৫০, ওবিসি ১২২।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক।

বয়স: ৩০-৬-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: শুরুতে ২৩,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু-পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২২ সেপ্টেম্বর, মেন পরীক্ষা ২৩ অক্টোবর। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.uiic.co.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত।

বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

দূরশিক্ষায় রেল ট্রান্সপোর্টের কোর্স

ট্রান্সপোর্ট ইকনোমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট, রেল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করাচ্ছে ইনস্টিটিউট অব রেল ট্রান্সপোর্ট। পড়ানো হবে দূরশিক্ষায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট অথবা তিন বছরের ডিপ্লোমা। কর্মরতদের ক্ষেত্রে সিনিয়র সেকেন্ডারি পাস হতে হবে এবং তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র: কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, সেকেন্দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গুয়াহাটি এবং ভুবনেশ্বর।

কোর্স ফি: তিনটি কোর্সের প্রতিটির জন্যই ৫,০০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: নগদে ২০০ টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি ফর্ম সংগ্রহ করা যেতে পারে। ডাকেও ফর্ম পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ২০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফটে পাঠাতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট হবে Institute of Rail Transport-এর অনুকূলে। ডিডি নয়াদিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। সঙ্গে দেবেন ১১x৫ সেমি মাপের একটি নিজের নাম-ঠিকানা লেখা খাম। ডিডির পিছনে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দেবেন।

আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট।

সরাসরি ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস সংগ্রহের ঠিকানা: IRT Office, C/o General Manager Office, Rail Sadan, South Block, Chandrashekharpur, Bhubaneswar, Odisha-17. যোগাযোগের ঠিকানা: ১) INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT, Room No. 104, North Centre Railway Project Unit, Shivaji Bridge, Behind Shankar Market, Near I.R.W.O. Office, New Delhi-110001. ২) INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT, Library & Study centre, Dy.Engg/ Bridge Line Office, Near Tilak Bridge Railway Station Comlplex and Railway Police Post, Mahawat Khan Roadm New Delhi-110002.

আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.irt-india.com.

চর্মজাত শিল্পের ট্রেনিং

চর্মজাত সামগ্রী প্রস্ততের উপর প্রশিক্ষণের জন্য তফসিলি তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে দরখাস্ত চাইছে ন্যাশনাল শিডিউল্ড কাস্টস ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এটি ভারত সরকারের অধীন একটি সংস্থা। সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই কোর্স করানো হবে। কেবলমাত্র তফসিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। সফল প্রশিক্ষিতদের এককালীন ১৫০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণি পাস। বয়সসীমা ১৮ থেকে ৫০ বছর। পারিবারিক সর্বোচ্চ আয় হতে হবে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৯৮ হাজার টাকার মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী ভর্তি নেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট ফর্মে। নীচের ঠিকানা থেকে আবেদনের ফর্ম পাবেন। ফর্ম পূরণ করে তখনই জমা দিতে পারবেন। পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দিতে হবে দুকপি পাসপোর্ট মাপের ছবি, পারিবারিক বার্ষিক আয়ের সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতিগত প্রমাণপত্রের কপি, সই করে।

ঠিকানা: সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ), ৩/১ সি, মঠেশ্বরতলা রোড (ধাপা মাঠপুকুর বাজারের কাছে), কলকাতা-৭০০০৪৬। যে কোনও বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফোন করতে পারেন, এই নম্বরে: (০৩৩)২৩২৯-২৩৮১।

অর্গ্যানিক ফার্মিং কোর্স

অর্গ্যানিক ফার্মিং বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য দরখাস্ত চাইছে ন্যাশনাল সেন্টার অব অর্গ্যানিক ফার্মিং, ১৯হাপুররোড, গাজিয়াবাদ-২০১০০২ (উত্তরপ্রদেশ)। এটি ৩০ দিনের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট কোর্স। প্রতি বছর তিনটি ধাপে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রথম কোর্স শুরু হয় জুন-জুলাই নাগাদ, দ্বিতীয় কোর্সটি আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ, তৃতীয় কোর্স ডিসেম্বর-জানুয়ারি নাগাদ। সেশন শুরু হবে ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে। চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

যোগ্যতা: বায়োলজিসহ এগ্রিকালচার বা সায়েন্সে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে আবেদন করা যাবে। এসএইউ/এডুকেশনাল প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এই কোর্সে স্পনসর করতে পারে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ncof.dacnet.nic.in.

সঠিকভাবে পূরণ করা দরখাস্ত সম্পূর্ণ বায়োডাটা ও সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত ফোটোকপি পাঠাতে হবে উপরের ঠিকানায়। কোর্স শুরুর অন্তত ১৫দিন আগে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে।

সঠিকভাবে পূরণ ও সই করা দরখাস্তের স্ক্যান করা কপি ই-মেল করতে হবে nbdc@nic.in আইডিতে।

ক্যাট পরীক্ষা ২৬ নভেম্বর

ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর কোর্স ও ফেলো প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতামান নির্ধারণের পরীক্ষা 'ক্যাট' আয়োজিত হবে ২৬ নভেম্বর। দুটি সেশনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উল্লেখ্য দেশের ২০টি আইআইএম (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট) সহ অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ক্যাট স্কোরের প্রয়োজন হয়।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই মোট ৫০ শতাংশ (তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকলেই এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। যারা ব্যাচেলর্স ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তারাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে ক্যাট উত্তীর্ণরা ব্যাচেলর্স ডিগ্রিতে ৫০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকলে তবেই সাফল্যের ছাড়পত্র পাবেন।

পরীক্ষা আয়োজিত হবে দেশজুড়ে ১৪০টি শহরে। 'ক্যাট' ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ১৮ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষার ফল ঘোষিত হবে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ।

আবেদনের ফি ১৮০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৯০০ টাকা)।

আবেদনের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.iimcat.ac.in.

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

জানতে চাই

● অটোমেটিক মেশিনে মুড়ি তৈরি করতে চাই। এই ধরনের মেশিন কিনতে গেলে কেমন দাম পড়বে? কোথায় কিনতে পাব? *(অতনু সরকার, বসিরহাট)*

স্বয়ংক্রিয় রোস্টার মেশিনে মুড়ি ভাজা হয়। মুড়ি ছাড়াও এই মেশিনে বাদাম, ছোলা, মটর ইত্যাদি ভাজা যায়। মেশিনের দাম পড়বে মোটামুটি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। মেশিনটিতে ঘণ্টায় ৩০০ কেজি মুড়ি তৈরি করা যায়। ক্যানিং স্ট্রিট (কলকাতা-১) ও গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর দোকানে এই ধরনের অটোমেটিক মেশিন পাওয়া যায়।

● চর্মজাত পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। কোথায় যোগাযোগ করব? *(স্বপ্না জানা, সোনারপুর)*

ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটিতে যোগাযোগ করলে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। ঠিকানা: ২, চার্চ লেন, বিবাদী বাগ, কলকাতা-১

● আমার রান্নার বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। স্বাস্থ্যকর রান্না করে বাড়ি অফিসে সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। তবে আমার রেস্তোরাঁ খোলার মতো কোনও জায়গা নেই। তেল-মশলা বেশি ব্যবহার না করে কীভাবে সুস্বাদু নানা খাদ্য রান্না করা যায়, সে-বিষয়ে বিশদে জানালে উপকৃত হব। এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে তা নিতে আগ্রহী। *(মীনা পাণ্ডে, রাজারহাট)*

অ্যাসোসিয়েশন অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজি (ইন্ডিয়া) মাঝে মধ্যে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি ও বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এই সংস্থার অফিস আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। ডা. সুভাষ মুখার্জি মেমোরিয়াল রিসার্চ সেন্টারের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগেও যোগাযোগ করতে পারেন তথ্যের জন্য। ঠিকানা: ৬২০, বেহালা চৌরাস্তা, কলকাতা-৩৪। তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে। ফোন: ৮৬২১৮-২৪৪৪৯, ৯৮৩০৩-২৯৪০৮।

● বাংলাদেশে পেঁয়াজ, রসুন, রপ্তানির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাংলাদেশে এই ধরনের পণ্য রপ্তানি করেন এই ধরনের কোনও ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিলে অন্ত্যন্ত উপকৃত হব। আমার কিছু তথ্যের প্রয়োজন। *(সুভাষ মণ্ডল, বসিরহাট)*

কয়েকজন বাঙালি তরুণ একত্রিত হয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি করেন। এঁদের সংস্থাটির নাম 'বিশ্বগুরু এ জি এক্সিম ইন্টারন্যাশনাল'। সংস্থার অন্যতম সদস্য গণেশ মিশ্র'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে। ৯৮৭৪৫১১০৮৪

● ছাদে বাগান তৈরির ব্যাপারে বিশদে জানতে চাই। কোথা থেকে সহায়তা পেতে পারি জানালে উপকৃত হব। *(সুদীপ্ত সাহা, সোনারপুর)*

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় তথ্য-পরামর্শ পারেন। এখানে জৈব- বাগান, তৈরির স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণও নেওয়া যায়। যোগাযোগের ঠিকানা: ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২। ফোন: ২৪৪২-৭৩১১, ৯৪৩২০১৩২৪৯।

● চিপস তৈরির জন্য কোন পর্যায়ের কাঁঠালের দরকার হয়? আমি আলুর চিপস তৈরি করি, কাঁচামলার চিপস তৈরি শুরু করেছি। কাঁঠালের চিপস তৈরি করতে চাই। *(সমীর পাঁজা, কোন্নগর)*

আধপাকা কাঁঠাল থেকে চিপস তৈরি হয়। বীজ ছাড়িয়ে কোয়াগুলিকে ফালি করে নিতে হয়। ভাজতে হয় সাদা তেলে।

● কম্পিউটার কি-বোর্ড পরিষ্কার করার কেমিক্যাল তৈরি করে অফিসে অফিসে সরবরাহ করতে চাই। কোথায় এই কেমিক্যাল তৈরি শেখানো হয়? শেখার খরচ কত? তৈরির জন্য মেশিনের দরকার হবে কি? *(রায়ান দাস, হাওড়া)*

মেশিনপত্রের দরকার হবে না। ফর্মুলা অনুসারে কয়েকটি রাসায়নিকের সংমিশ্রণে এই ধরনের জীবাণুনাশকটি তৈরি হতে পারে। স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফি ২৫০০ টাকার মধ্যে। কম খরচে হোস্টেলে থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা: প্রগতি, নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: (০৩৩) ২৬৭১-০২৯২।

কেরিয়ার ইনফো

কী, কবে, কোথায়

● পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ায় ইলেকট্রিক্যাল শাখায় ডিপ্লোমা ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বরসহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দুটি পার্টে। প্রথম পার্টে ১২০টি প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং দ্বিতীয় পার্টে থাকবে সুপারভাইজরি অ্যাপটিটিউড টেস্ট। সুপারভাইজরি অ্যাপটিটিউড টেস্টে প্রশ্ন হবে ভোকাবুলারি, ভার্বাল কম্প্রিহেনশন, কোয়ান্টিটিটিভ অ্যাপটিটিটিউড, রিজনিং এবিলিটি, ডেটা সাফিশিয়েন্সি, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি এবং গ্রাফ ইন্টারপ্রিটেশন বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ওয়েবসাইট: www.powergridindia.com

● ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসাবে ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স নিয়ে বি এসসি ডিগ্রি পাশ করে থাকতে হবে। অথবা ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যে যে কোনও একটি শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত টেকিনিক্যাল প্রোফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট থাকা চাই। কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। ওয়েবসাইট: http://ntrorectt.in

● স্টাফ সিলেকশন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এগজামিনেশন' এ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে ৪টি বিষয়ে: ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি বিষয়ে ৫০টি করে মাল্টিপল চয়েস অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রতিটি বিষয়ে নম্বর ৫০। সময় ২ ঘণ্টা। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অন্য তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা করে কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে স্কিল টেস্ট নেওয়া হবে। পরীক্ষার বিশদ সিলেবাস পাবেন www.ssc.nic.in ওয়েবসাইটে।

চাকরি না পাওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে

সকলের স্বপ্ন থাকে বড় হয়ে একটা ভালো কাজ করবেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। সেই লক্ষ্য নিয়েই তিনি এগোন। কেউ কেউ পড়াশোনা শেষ করার পর, আবার কেউ পড়াশোনা করতে করতেই চাকরির চেষ্টা করেন। নিজেদের পছন্দের চাকরির খোঁজ পেলেই সিভি জমা দিতে যান। কেউ কেউ প্রথমবারে সফল হন। প্রথমবার সফল হওয়ার মানুষের সংখ্যা হয়তো কম। কয়েকবার চেষ্টা করার পর অনেকে সফল হন। পছন্দের চাকরির জন্য নির্বাচিত হন। আবার কেউ কেউ বারকয়েক চেষ্টা করেও সফল হন না। কোনও না কোনও কারণে ব্যর্থ হন। আর এরকম বেশ কয়েকবার ঘটার ফলে তাঁর মধ্যে একটা হতশা তৈরি হয়। তিনি ভাবেন তাঁর দ্বারা আর কিছু হবে না। তিনি চাকরির জন্য উপযুক্ত নন। কিন্তু হতাশ না হয়ে একবারও কি ভেবে দেখেছেন কেন আপনি এত চেষ্টা করেও সফল হচ্ছে না? কেন চাকরি পাচ্ছে না? এরকম কঠিন সময় হতাশ না হয়ে ব্যর্থতার কারণ গুলো খুঁজে বের করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর এটা যত তাড়াতাড়ি এটা করতে পারবেন, তত তাড়াতাড়ি নিজের ভুলগুলো শুধরে নিতে পারবেন এবং সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন।

প্রথমেই বলব চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে নিজেকে ভালো করে তৈরি করা প্রয়োজন। আপনার সিভি কিন্তু চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার বার চেষ্টা করেও চাকরি না পেলে প্রথমেই দেখুন আপনার সিভিটা ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে তো? তাতে কোনও ভুল নেই তো?

কম-বেশি সকলেই সিভি তৈরি করতে পারেন। কিন্তু সেখানেও এমন কিছু ছোট ছোট ভুল থাকে যার জন্য আপনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন।

প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ চাকরির জন্য আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে পারেন না। অধিকাংশ চাকরিসন্ধানী চাকরির বিজ্ঞপ্তিকে যতটুক তাঁরা ভাবেন তাঁর চেয়ে কমসময় ব্যয় করেন বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার জন্য। প্রায় অর্ধেক মানুষ বিজ্ঞপ্তিটি হয়তো একবার চোখ বুলিয়ে নেন। ফলে তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না বিজ্ঞপ্তিতে ঠিক কী চাওয়া হয়েছে। ফলে বিজ্ঞপ্তিতে থাকা কিছু জিনিস সিভিতে দিতে পারেন না। তাই সিভি বানানোর আগে বিজ্ঞপ্তিটি ভালো করে পড়ে নেওয়া আবশ্যক।

সেই কারণে আপনাকে পদ অনুযায়ী সিভি তৈরি করতে হবে। তার জন্য চাকরির বিজ্ঞপ্তিটা খুব ভালো করে পড়তে হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোন কোন দক্ষতা দিতে হবে সেটাও দেখতে হবে।

সবশেষে নিয়োগকারীরা আপনার দক্ষতাটাই দেখতে চাইবে। সঠিক সিভি বানানো মানে আপনার দক্ষতাগুলো ঠিক ঠিকভাবে যোগ করা। এটা না করলে আপনার চাকরি না

পাওয়ার এটাই একটা বড় কারণ হতে পারে।

অনেকে আছেন বার বার চাকরি ছাড়েন। একটা কোম্পানিতে কিছুদিন চাকরি করে সেই কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোম্পানিতে জয়েন করেন। সেখানে কিছুদিন চাকরি করে আবার সেই কোম্পানি ছেড়ে অন্য চাকরির সন্ধান করেন। মাথায় রাখবেন আপনার এই চাকরি ছাড়ার অভ্যাসটা কিন্তু আপনার জন্য ক্ষতিকর। ভালো কোম্পানি কিন্তু দ্রুত চাকরি ছেড়ে দেওয়া লোকদের নিতে চায় না।

আপনি ইন্টারভিউ দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ প্রথমেই যাচাই করবেন আপনি সেই কাজটির জন্য কেন যোগ্য। সেক্ষেত্রে আপনি সিভিতে উল্লেখ করে দিতে পারেন কোম্পানির জন্য আপনি কী কী করতে পারেন।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা হয়তো দীর্ঘদিন প্রায় ছ'মাসের মধ্যে কোনও চাকরি পাননি। এরপর আপনি যখন কোনও কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যান এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষ যদি জানতে পারেন, আপনি এতগুলো দিনের মধ্যে কোথাও চাকরির সুযোগ পাননি, তাহলে আপনার প্রতি তাদের নেগেটিভ ধারণা তৈরি হতে পারে। এরকম হলে আপনার করণীয় আপনি এমন কাউকে সিভি দিবেন যার কাছে এর মূল্য আছে। Linkedin- এ একটা প্রোফাইল বানিয়ে ফেলুন এবং খুঁজে দেখুন কারা কোন কাজের জন্য প্রার্থী চাইছে।

খেয়াল রাখবেন প্রায় ৪০ শতাংশ চাকরি সুপারিশের মাধ্যমে হয়। যদি আপনার হয়ে কেউ সুপারিশ করার থাকে তাহলে ধরে নিতে পারেন আপনি চাকরিটা পাচ্ছেন। যদি আপনার যোগাযোগ না থাকে, নিয়োগকারীর সাথে সরাসরি কথা বলুন। Linkedin -এর মাধ্যমে মেসেজ পাঠান কেন আপনি যোগ্য। যখন আপনি ইতিবাচক বার্তা পাঠাবেন, আপনি আপনার সিভি পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

ধরুন আপনি নিচু পদের একটি চাকরির জন্য আবেদন করেছেন। এতে আবেদনকারীরা দ্বন্দ্বে পড়ে যাবে আপনি উঁচু পদে চাকরির যোগ্য হলেও কেন নিচু পদের জন্য আবেদন করলেন?

এই রকম দ্বিধা না রাখাই ভালো। আপনি বলে দিন কেন আপনি এই কাজ করতে চান। আপনি এটা সিভিতে কোথাও লিখে দিতে দিতে পারেন অথবা কভার লেটারের মাধ্যমে বলে দিতে পারেন।

আপনি যদি আপনরা পছন্দমতো চাকরি না পান অথবা ছোটখাটো কোনও কোম্পানিতে কাজের সুযোগ পান সেক্ষেত্রে কাজটি হাতছাড়া না করে কাজটি করুন। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজ হিসাবে স্বেচ্ছাসেবক, ফ্রি-ল্যান্সিং অথবা ইন্টার্নশিপ হিসাবে কোথাও কাজ করতে পারেন। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা অন্য কোথাও কাজে লাগাতে পারবেন।

সেই কারণেই পছন্দের চাকরি পেতে গেলে সবার আগে ভেবে-চিন্তে উপযুক্ত একটি সিভি বানান। নিজের দক্ষতাগুলো সুন্দরভাবে পয়েন্ট করে লিখুন। সিভিটা এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং সিভিটি যাতে তিনি ভালো করে পড়েন। পাশাপাশি নিজেকে ভালোভাবে তৈরি করে যেতে হবে। নিয়োগকারী আপনার সম্পর্কে যা যা জানতে চাইবে ভয় না পেয়ে বা ঘাবড়ে না গিয়ে যাতে তার সঠিক জবাব দিতে পারেন সেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে যাবে। আপনার আচার-আচরণ এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজও যেন ঠিক থাকে।